

পাণ্ডেবী

শ্যামল

বাংলা পিডিএফ ডট নেট এর সৌজন্যে

বেসিক ^৮ আলী

শা হ রি য়া র



SHARER

বেমিক ৮ আলী



শা হ রি য়া র



পাঞ্জেরী পাবলিকেশন্স লি.

পাঞ্জেরী পাবলিকেশন্স লি.
৪৩ শিল্পাচার্য জয়নুল আদিন সড়ক
(পুরাতন ১৬ শান্তিনগর), ঢাকা-১২১৭
ফোন ৯৩৩৫৮২৬, ৮৩৬০০০৭
ফ্যাক্স ৮৮-০২-৮৩১৩০০৬
ই-মেইল creativebooks@panjeree.net

Basic Ali 8
by Sharier

First published in February 2016
by Panjeree Publications Ltd
43 Shilpacharya Zainul Abedin Sarak
(Old 16 Shantinagar), Dhaka 1217

Copyright
Sharier Khan

প্রজ্জদ
শাহরিয়ার খান

গ্রন্থস্বত্ব
শাহরিয়ার খান

প্রথম প্রকাশ
ফেব্রুয়ারি ২০১৬

বিদেশে পরিবেশক

ভারত : বিশ্ববঙ্গীয় প্রকাশন, বি-৯,

কলেজ স্ট্রীট মার্কেট (২য় তলা) কলকাতা ৭।

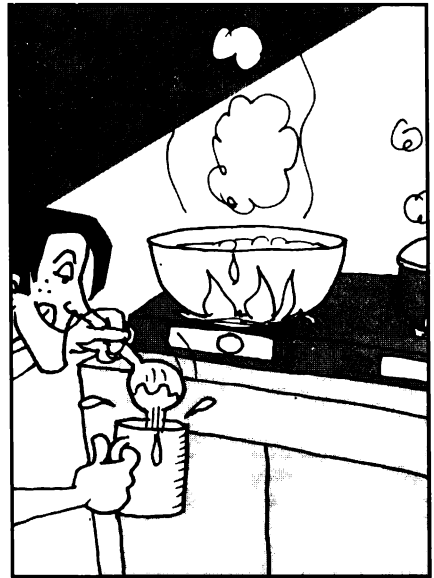
যুক্তরাজ্য : সঙ্গীতা লিমিটেড, ২২ গ্রিক পেন, লন্ডন।

মূল্য : ২২০ টাকা। (US\$ 11.00)

বাংলাদেশ ব্যাংকের পুনঃঅর্থায়ন স্কীমের আওতায় অর্থায়িত

ISBN 978-984-91461-7-9

অমন তাড়াহুড়ো করে বাইরে না গিয়ে
রান্নাঘরে চুলোয় যে স্যুপ বসিয়েছি ওখান
থেকে এক গ্লাস খেতে খেতে যা।



গ্যাক!



আরে গাধা—স্যুপটা হচ্ছে ঐ হাড়িতে। এটাতে
তোর বাবার মোজা আর আন্ডারওয়্যার সিদ্ধ
করছি!



শাহানাদের বাসায় দাওয়াতে যাবে না কেন?
ওরা আমাদের পারিবারিক বন্ধু না। তোমার
সাথে শাহানার কী হয়েছে?



কিছু না।

শাহানা খালা না কি ম্যাডেস্টের
সাথে খারাপ আচরণ করেছে।



কী করেছে?

উনি বলেছেন, যদি কখনো মানুষকেওরা
ওনাদের দুজনকে ধরেন, প্রথমে ম্যাডেস্টকে
সাবাডু করবে।



ভাবটা এমন যে, শাহানা
কত যেন শুকনো মানুষ!

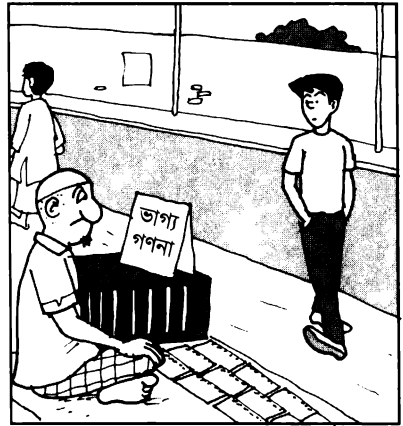


ঘ-ফুউউ
ঘ-ফুউউ



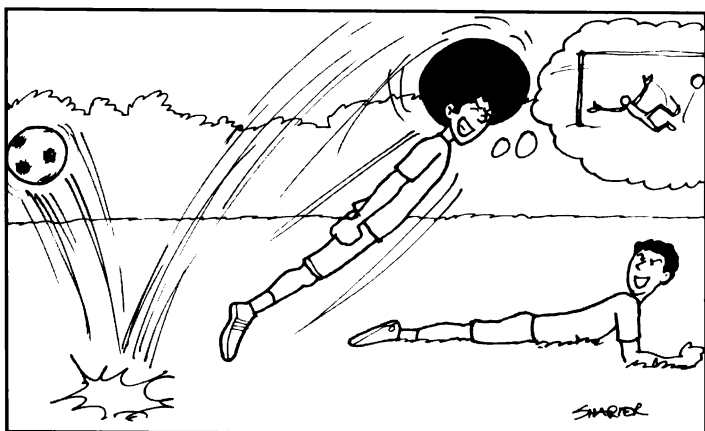
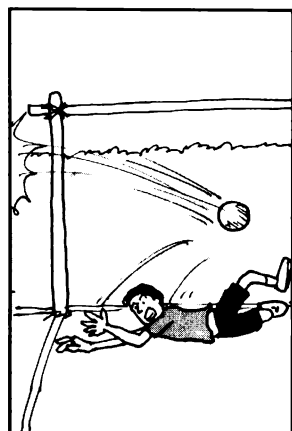
মামুন? তুই কি আমার পাজামার ফিতা
চুরি করেছিলি?

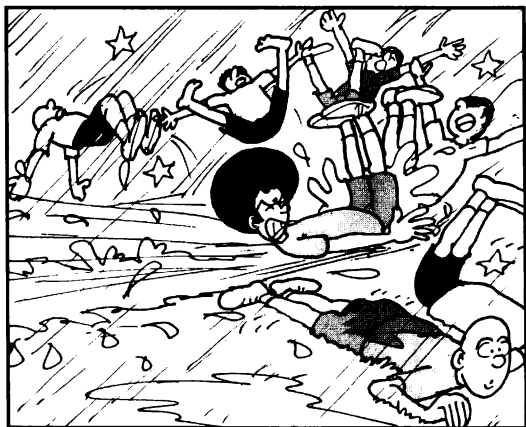








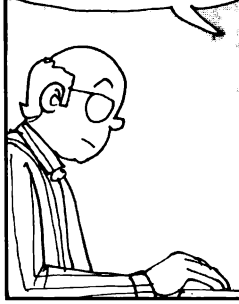




একটা প্রকল্পের সারসংক্ষেপ লিখেছ
তিন পৃষ্ঠা? এটা সংক্ষেপ হলো?
যাও এটা এক পৃষ্ঠায় বানিয়ে প্রিন্ট
দিয়ে আন!



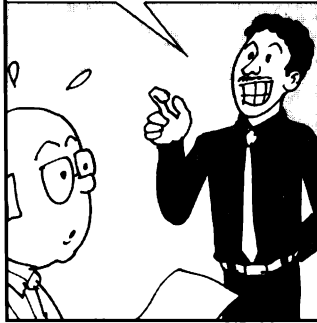
জী স্যার! হয়ে গেছে।
এক পৃষ্ঠায় সারসংক্ষেপ
নিয়ে এসেছি!



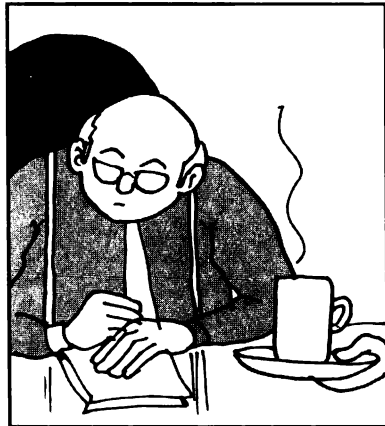
এত দ্রুত? বাঃ! কী
করে এত দ্রুত দুই পৃষ্ঠা
কমিয়ে ফেললে?



সোজা! আগের লেখাটাই ছোট
পয়েন্টে প্রিন্ট দিয়ে এক পৃষ্ঠায়
এনেছি!



নুরু মিয়া, যাও, জলদি তোমার জঘন্য
এক কাপ কফি নিয়ে এস!



সুড়ুং!



অ্যাঝুলেন্স!
অ্যাঝুলেন্স!

জী স্যার,
ডাকতাছি!



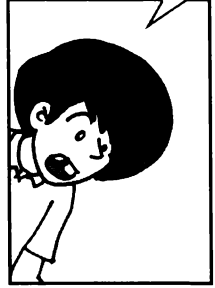
আজ তোকে সহজ পদ্ধতিতে
মানুষ আঁকা শেখাব। দ্যাখ
আমি কীভাবে আঁকি!



কই? কই? নাক কই?
মুখ কই?



কান কই? চোখ
কই? কই? কই?
মানুষ কই?



সব একে তোকে খাইয়ে দিলাম।
এখন তুইও আঁকতে পারবি!

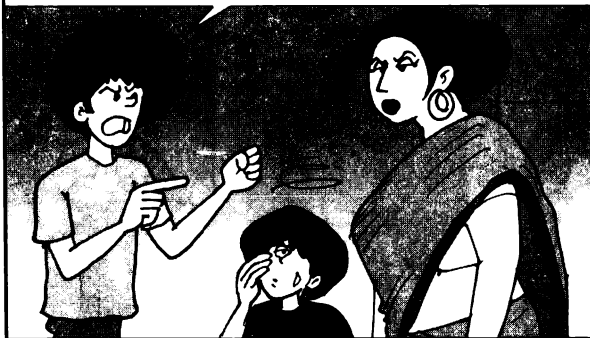


আমি মোটেও ওকে মারিনি। উল্টো ও
আমাকে মারতে গিয়ে ব্যথা পেয়েছে।



ও বলছে তুই ওকে
ঘুষি মেরেছিস!

মিথ্যে কথা! আমার হাতটা ছিল ঠিক এভাবে। ও দৌড়ে
এসে ওর গাল দিয়ে আমার হাতের মুঠোয় আঘাত করল।
তারপর চিৎপটাং! এটা আমার দোষ?



হ্যালো? আপনি কালা জাহাঙ্গীর? চাঁদা
চাইছেন? হাঃ! আমি সুইডেন আসলাম
কাউকে চাঁদা দেই না। বরং তুই আমাকে
চাঁদা দিবি!



কী? তুই আমাকে
তুলে নিয়ে যাবি?
আরে আমি তোকে
তুলে নিয়ে যাব! হাঃ!



কী? তুই আমাকে খুন
করবি? আরে আমি
তোকে খুন করব!



জী না! আমি তোর সব কথা
নকল করছি না! আমি আসল,
তুই বান্দর!



আবারও চাঁদা চেয়ে ফোন করেছিস
কালা জাহাঙ্গীর? আরে আমি সুইডেন
আসলাম তোকে ৫ বছর আগে হত্যা
করেছি। তুই ভুয়া!



তুই মরিসনি মানে? তোর
চালা গাইট্রা মামুনকে জিজ্ঞেস
কর তোকে মেরেছিলাম কিনা!
কি বললি, আমি ভুল কালা
জাহাঙ্গীরকে মেরেছি?



বেশ! কাল বিকাল
৫ টায় চানখারপুল
মাঠে আসিস। তোকে
আবার মারব!

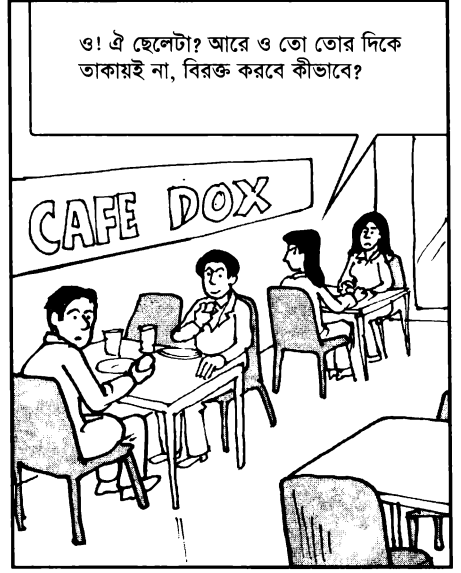


চাপাবাজির যুদ্ধ চলছে
বাবা! চিন্তা কর না!







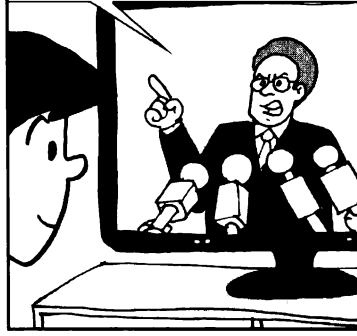




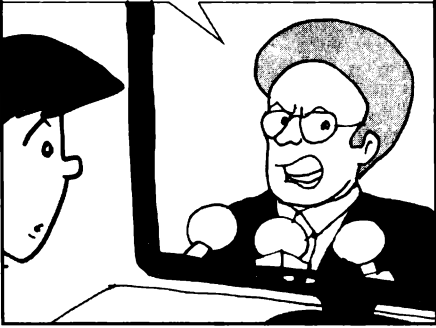
এদিকে মন্ত্রী সৈয়দ কুদ্দুস এক সংবাদ সম্মেলনে দুর্নীতির দায়ে পদত্যাগের সম্ভাবনাকে নাকচ করেছেন।



কথায় কথায় আমাদের দোষ? আমি কেন পদত্যাগ করবো? এ দুর্নীতির দায় আমার না।



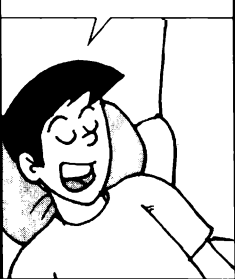
আমাকে নির্বাচিত করেছে জনগণ। তারা দায়িত্ব এড়াতে পারেন না। দরকার হলে জনগণই পদত্যাগ করুক!



এত আলসেমি করলে তোর ভবিষ্যত কী? তুই তো চাকরিতেও এগুতে পারবি না। তুই কি এভাবেই চলবি?



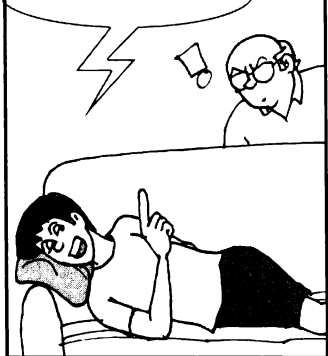
এত চিন্তা কেন? এ বছর আমি নতুন গাড়ি কিনব। একটা ফ্ল্যাটও বুকিং দেব। সব নিজের টাকায়!



বলিস কী? তার মানে তোর আসলে উচ্চাকাঙ্ক্ষা আছে? তো কী ব্যবসা করে এত টাকা বানাবি?



একটা লটারির টিকেট কিনেছি। জিতলে ৫০ লাখ।





গুনলাম তুই নাকি নিচে একটা দোকান দিয়েছিস?
কি বিক্রি করছিস?

আমি বুদ্ধি বিক্রি করছি
আর মামুন আমার অফিস
অ্যাসিসট্যান্ট!

হু হু,
বড়
পোস্ট!

তুই বুদ্ধি বেচে
জীবিকা নির্বাহ করিস?
বুদ্ধিজীবী? আর অফিস
অ্যাসিসট্যান্ট মানে
পিওন!

ভাইয়া? অফিস
অ্যাসিসট্যান্ট
মানে কী
আসলেই পিওন?

না! না!
মিথ্যা
কথা!



হঠাৎ করে এই অফিসের কাজ কর্ম
ধীরগতিতে এগুচ্ছে। ব্যাপারটা কী?



তোমরা ডেইলি রিপোর্ট ডেইলি না দিয়ে চারদিন
পর দিচ্ছ কেন? এর ব্যাখ্যা কী?



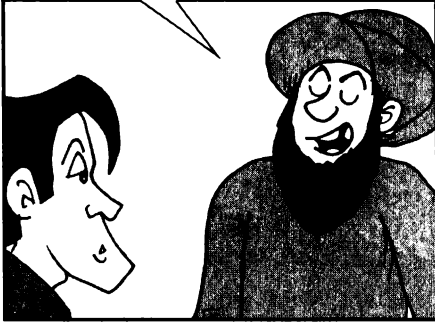
ড্রাইভারদের রুমের সাইনবোর্ডটা কোন্ গাধা এই
ঘরে লাগিয়েছে?



হালুয়াপুরী ছা হবে, আমি শুনেছি আপনি নাকি
চেহারা দেখেই একজন মানুষের সব বলে দিতে
পারেন, সমস্যার সমাধান দিতে পারেন?



তুই ২৭-২৮ বছরের পুরুষ। শ্যামলা। তোর
মুখে ব্রণ আছে। তাকে দেখলে মনে হয়
ঝিমাচ্ছিস। বল আর কী জানতে চাস?



তুই আমার কাছে এসেছিস কারণ তোর
শ্রম আর ব্যবসা নিয়ে কষ্টে আছিস। আমি
পড়া-পানি দিয়ে দিচ্ছি, যাতে তোর বাবা তোর
বিয়েতে রাজি হয় আর ব্যবসাটাও...



কিন্তু হালুয়াপুরী বাবা,
আমার কোন প্রেমিকাও
নেই, আর আমার
ব্যবসা ভালই চলছে।
আমি এসেছি অন্য
কারণে।



আপনি যদি সত্যিই
একজনের চেহারা দেখে
তার সব কিছু বলে
দিতে পারেন, তাহলে
ব্যাপারটা সাংঘাতিক।



আপনি তো শার্লক
হোমসের মত ভিটেকটিভ
ব্যবসা করতে পারেন।
আমি আপনার এজেন্ট হব।



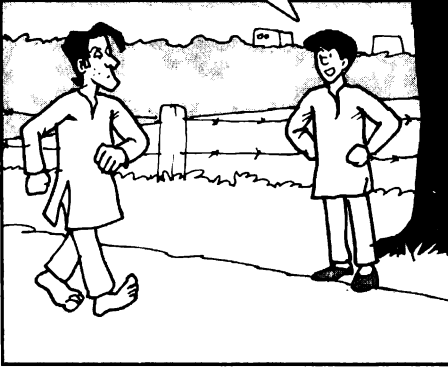








কী রে হিল্লোল, মসজিদ থেকে খালি পায়ে
বের হয়ে এলি যে? কি আবারও তোর
জুতো চুরি হয়েছে?



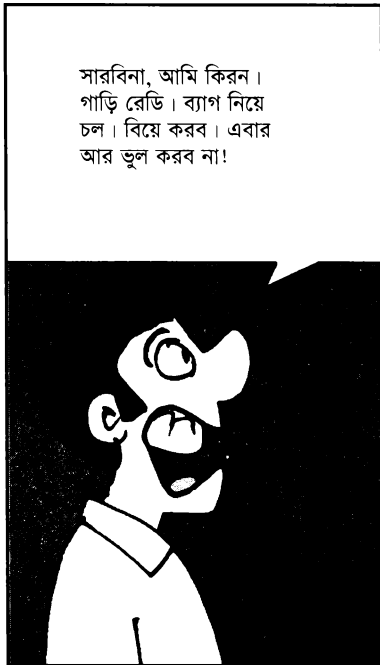
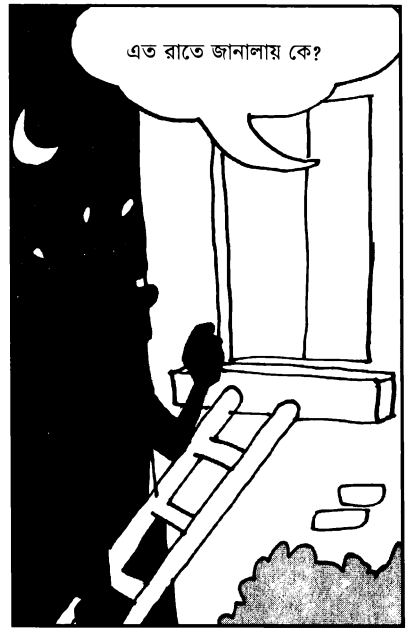
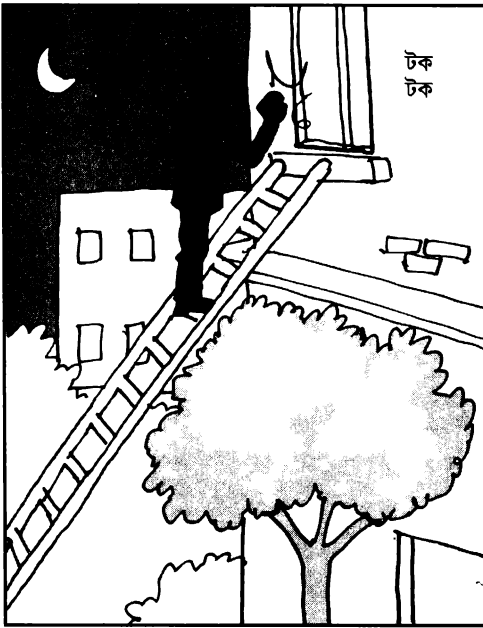
না। তবে জুতো যেন চুরি না হয়, সেটা
নিশ্চিত করতে গিয়ে হয়েছে বিপত্তি!



জুতো জোড়া চেইন দিয়ে মসজিদের পিলারের সাথে
তালা মেরে রেখেছিলাম। এখন চাবি পাচ্ছি না।
তাই এভাবেই ফিরছি!







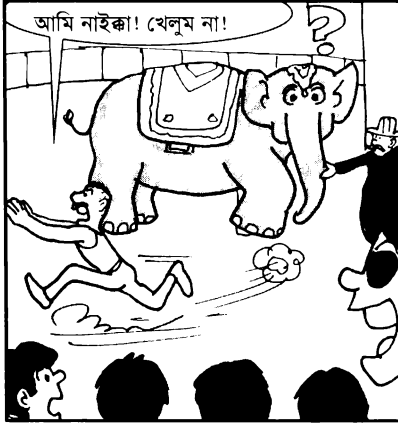
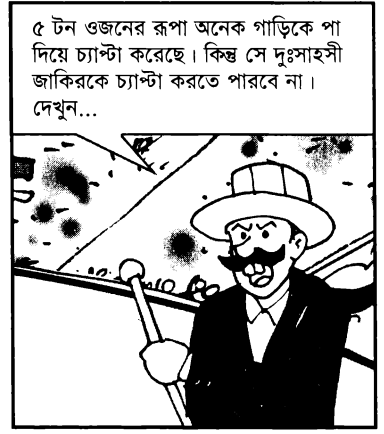


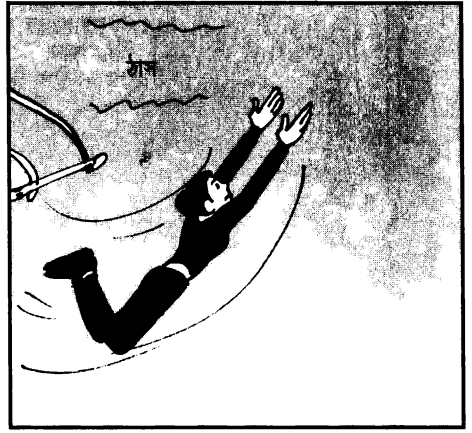
এত লম্বা মানুষ আমাদের দেশে
আছে অথচ বিশ্ব জানে না, তা
হতে পারে না। চল আমরা
সাংবাদিকদের ডেকে আনি!



শশ! খবরদার, আমার
লম্বা নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি
করবে না। সাংবাদিক
ডাকবে না!

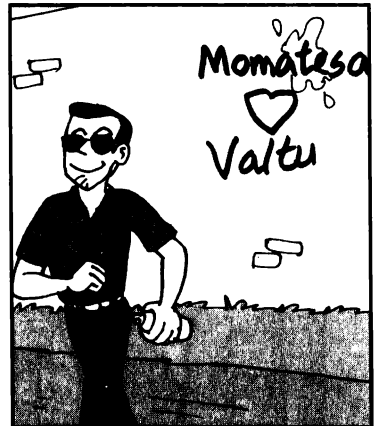
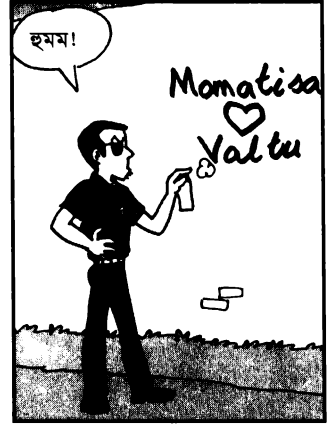




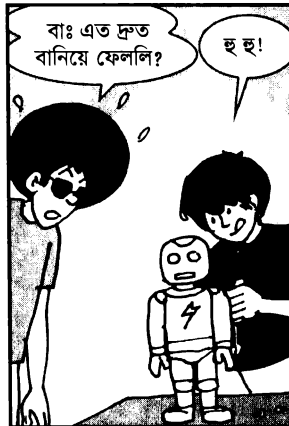
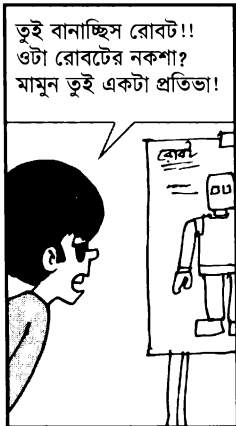






















আন্ত খাসির রোস্ট, কাচ্চি বিরিয়ানি, মুরগীর ঝাল ফ্রাই,
কোণ্ডা, কলিজা, মরিচ ভর্তা, একগাদা আচার আর একগাদা
মিষ্টি। পেট ফাটিয়ে থা আমজাদ।



এরা কি সব ম্যাজিকের
বন্ধুরা আমার খাওয়া
দেখতে এসেছে? হা হা
হা হা হা...



হা হা হা...

প্রতি এন্ট্রি ১০ টাকা!

খাদক দেখুন



শো প্রায় শেষ। তাই
তোকে হাফ দামে ৫
টাকায় ঢুকতে দিচ্ছি!

খাদক দেখুন
হাউজ ফুল

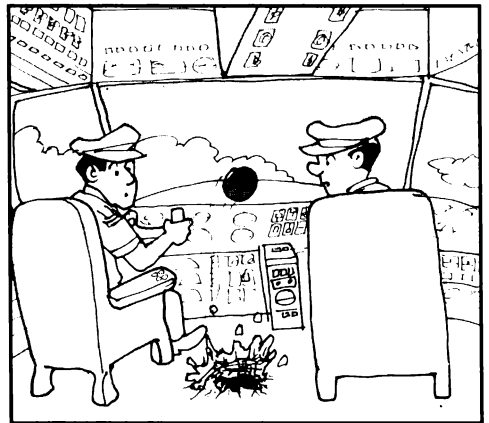
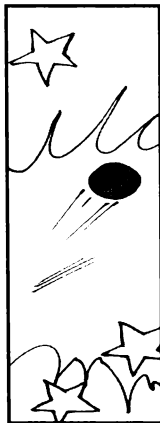
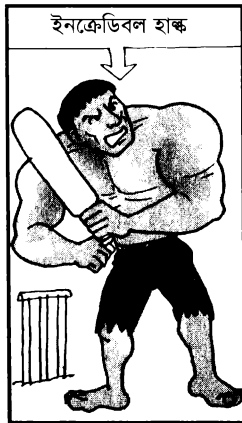
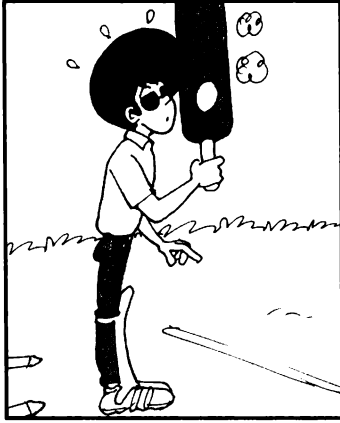


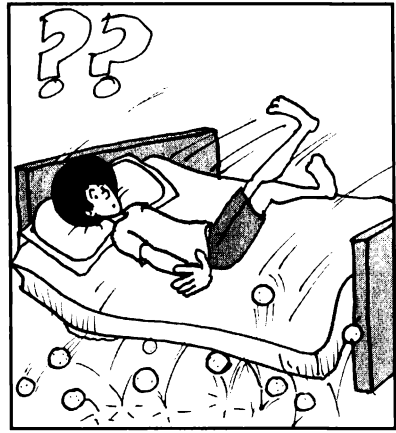
সত্যি তালিব, তোর আতিথেতায় আজ
খাসির রোস্ট, কাচ্চি ইত্যাদি দিয়ে ভালই
নাস্তা খেলাম। এজন্য তোকে ধন্যবাদ।

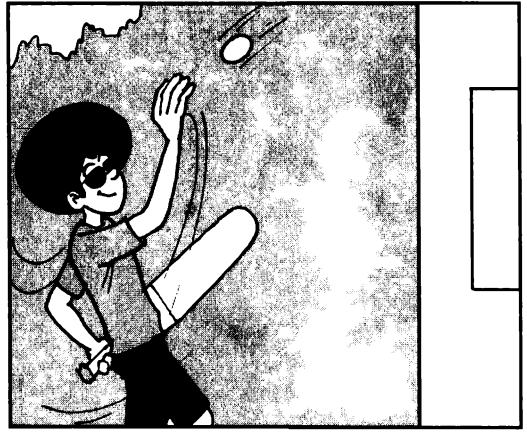


না চাচা, আপনাকে ধন্যবাদ। আপনি নিশ্চয়
পরবর্তী শো ডিনারের সময় আছেন?













কী রে, সব জামা কাপড় পরে
সাঁতরাচ্ছিস যে? কী? কাপড়
খুলতে ভুলে গিয়েছিস?

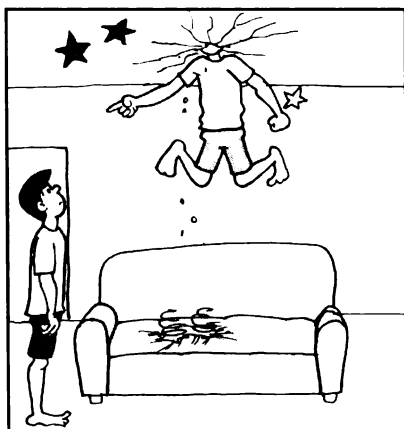
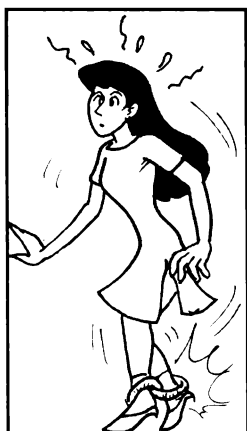


না!



খালি গায়ে সাঁতরাতে শীত লাগে!









দোস্ত দোয়া কর যাতে আমি এই মেকআপ দিয়ে
ঐ হাই-ফাই মেয়ে রুনাকে আজকের ডেটিংয়ের
পটিয়ে ফেলতে পারি!

অবশ্যই!

CHENG DOLA
CHINESE FOOD

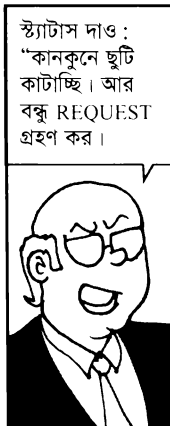
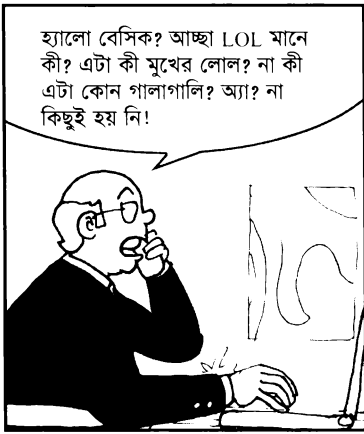


আ-আপনি রু-রুনা?

আ-আপনি হিল্লোল?
আপনিও ফটোশপ?





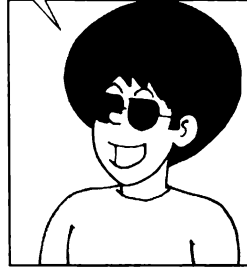




ম্যাডেস্ট তুমি দোয়া পড়ে এই চোঙ্গায় ফুঁ দাও। এটা মায়ের দোয়া ইন্ডাস্ট্রির পরীক্ষামূলক দোয়াকে স্প্রে ক্যানে ঢোকানোর যন্ত্র।



তোমার দোয়া সারাদেশের মানুষ স্প্রে করবে। রগুনি হবে। ভাইয়া ব্যাংক ঋণ জোগাড় করলে বিশাল ইন্ডাস্ট্রি হবে।



খারাপ খবর, ব্যাংক ঋণ দেবে না। তারা বলে, ম্যাডেস্ট আমাদের মা। অন্য লোকে আমাদের মায়ের দোয়া নিলে তো মায়ের দোয়া হলো না!

তাহলে খালার দোয়া?



কোন ব্যাংক মা-কিংবা খালার দোয়ার স্প্রে ক্যান তৈরির ইন্ডাস্ট্রিতে ঋণ দিতে চায় না। ওরা বলে এতে নাকি বেশি ঝুঁকি!

ঝুঁকি?



হ্যাঁ। দোয়ার ফুঁ তো দেখা যায় না। বাতাসে দোয়া না গালি আছে তা কি করে বুঝবি? আর BSTI কিভাবে অনুমোদন দেবে?



আর যদি এটা বাজারেও ছাড়ি, রাতারাতি নকল হয়ে যাবে এই আইডিয়াটা।

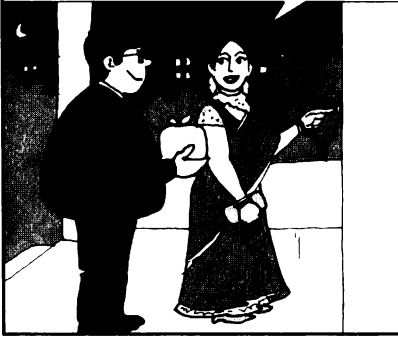


তখন দেখবি বাজার ভরা “নানির দোয়া” “দাদির দোয়া” “আসল মায়ের দোয়া” “নোয়াখালীর চাচির দোয়া” “বাপের দোয়া”...তখন আমাদের কী হবে?



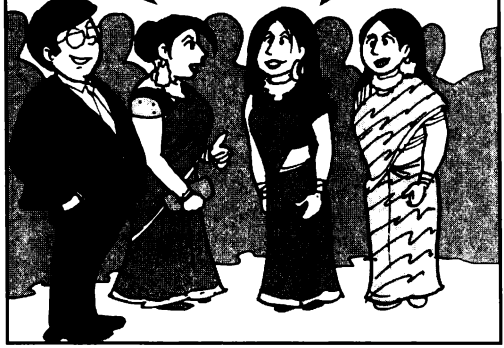


আমার বান্ধবী কেকা আর মিনু তোমাকে
আজ প্রথম দেখবে। ঐ চুলে তোমাকে দেখে
ওরা ঈর্ষান্বিত হবে!



কেকা-মিনু...এ হচ্ছে
আমার স্বামী তালিব!

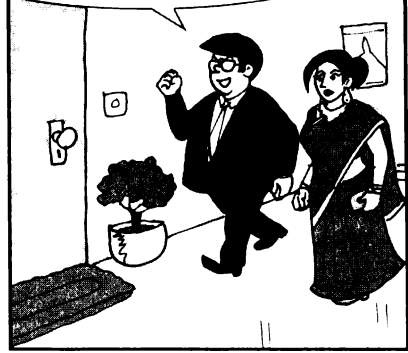
আল্লাহ! কী হ্যান্ডসাম
আর ইয়াং!

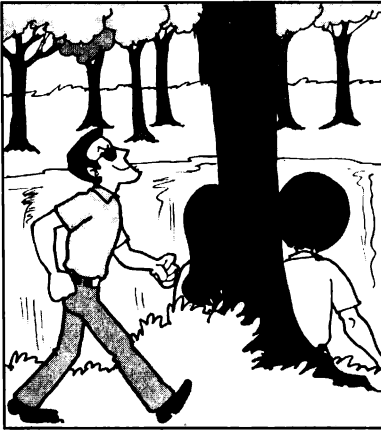


আমার স্বামী শাহাব। মিনুর স্বামী সিয়াম।
ওরাও পরচুলা পরে এসেছে!



ছেলে-মেয়েরা যতই হাসুক, আমি
এই পরচুলা পরবই পরব!









এই অ্যাপার্টমেন্টে সুইমিং পুল, খেলাধুলার ব্যবস্থা, ৫০০ গাড়ি পার্কিং, কমিউনিটি হলসহ অত্যাধুনিক সব আয়োজন থাকবে!



বলিস কী? কয় একর জায়গা পেয়েছিস যে এত বড় প্রকল্প হাতে নিলি? এত টাকা পাবি কই?



বাংলামটরের কাছে দুই কাঠা জায়গা পেয়েছি। ওতে ৫০০ তলা একটা অ্যাপার্টমেন্ট তুলব। ক্রেতাদের টাকায়। আমার খরচ নেই। সব লাভ আর লাভ!



আজ ম্যাজিক ভুলে তার ফোন রেখে স্কুলে গেছে।
ফোনটা নিয়ে এসেছি ফারিসা!

তাহলে কিছু
শয়তানি কল দে!

হ্যালো মশারফ সাহেব বলছেন?

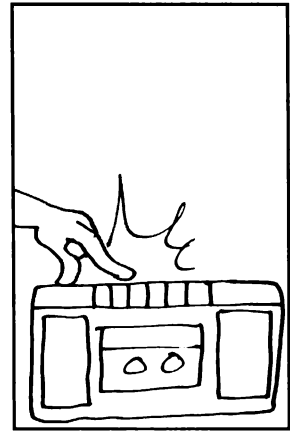
জী-বলছি!

আচ্ছা আপনার ওপর মশার ওমুখ স্প্রে
করলে কেমন লাগে মশারফর সাহেব।

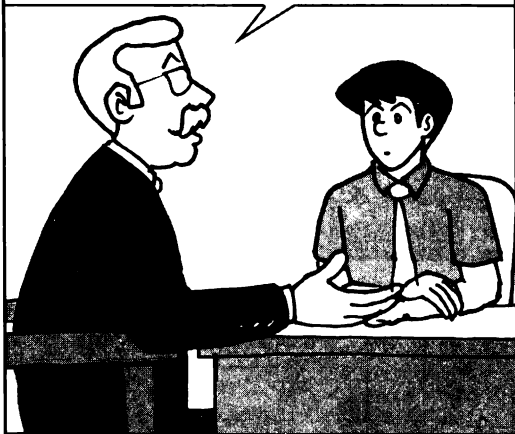
ব্যাটা বলল তাতে তার গা জ্বলে...
এবং আমি একটা শাকচুরী!







ব্যাংকার হিসেবে মর্শেদ খুব দক্ষ। কিন্তু সে
এক মহা ছুটিবাজ। তার ছুটির অজুহাতের
শেষ নেই। বল তো ওকে কীভাবে একটা
শিক্ষা দেই?

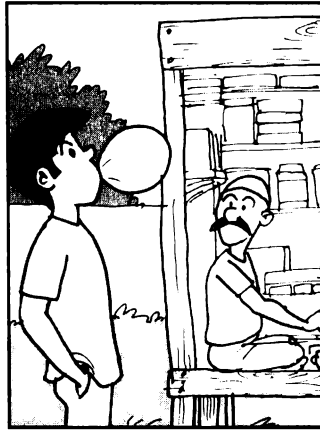


আসন্ন মিটিংয়ে মর্শেদ
ভাইকে তার ট্যালেন্টের
জন্য স্বীকৃতি দিন!



হে মর্শেদ, তোমার ছুটি নেয়ার দক্ষতাকে একটি শিল্প হিসেবে স্বীকৃতি
দিলাম। আজ থেকে তুমি এই অফিসের ছুটিরাজ!





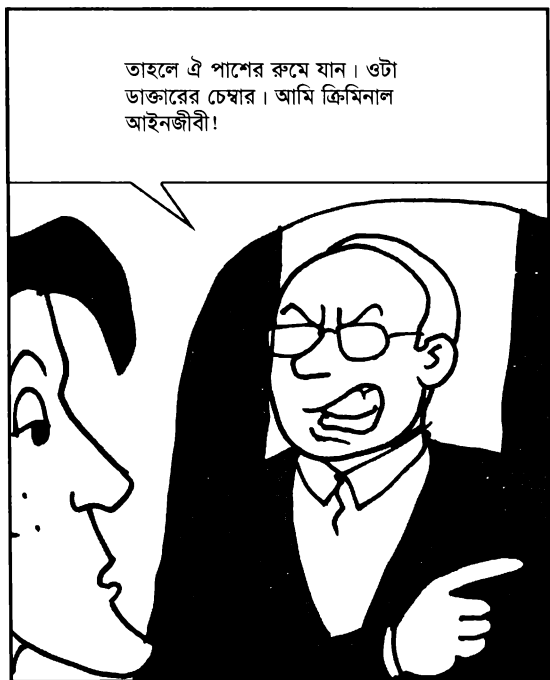












পরিচয় করিয়ে দিছি। বিশিষ্ট মাস্তান খগেন। তোকে সাইজ করবে!



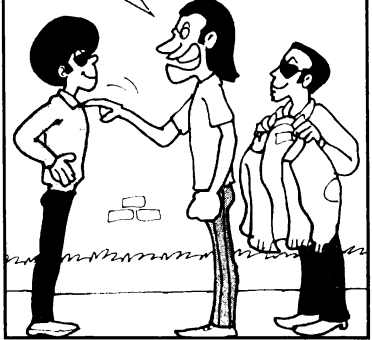
দাঁড়া, তোকে সাইজ করার আগে আমার দামি জ্যাকেটটা খুলে নেই!



এবার আয়!



আমার দোস্ত ভান্ডুরে অপমান করার লেগা প্রথমে তোর জিভ টাইন্বা ছিড়মু। তারপর হাতের এক কোপে তোর কল্লা কাইটা দিমু!



তারপর তোর মুখে হাত ঢুকায় পেটের নাড়িভুড়ি টাইন্বা বাইর কইরা দিমু। তারপর...



কল্লা কাটার পর গলায় হাত ঢুকালে নাড়িভুড়ি কিভাবে পাবে? সিকোয়েন্সে মিলল না।



দিলি তো তালগোল পাকায়। আইচ্ছা তেইলে তোর ভুড়ি ফাঁসায় একটানে তোর জিভ ছিড়মু!











ম্যাজিক ভাইয়া বলেছে যে, সে তোমার কথায় ভিডিও গেম বন্ধ করে পড়তে বসবে না। সে নাকি তোমাকে ভয় পায় না!









মলির গ্রামের আত্মীয় ছগির প্রতিদিন সকালে বেসিকদের বাড়ি হানা দিচ্ছে। বেসিক তাকে সাবধান করে দিয়েছে যাতে সে বেসিকের আগে দৈনিক পত্রিকাগুলো না পড়ে।



হে হে বেসিক ভাই আওয়ার আগেই পইড়া থুমু। বুজব না।



হু-হু কাইল নির্বাচন। হেঃ হেঃ নির্বাচন কমিশনার শামসুল হুদা বলেছেন... হি হিঃ আমি আগে পড়ছি!

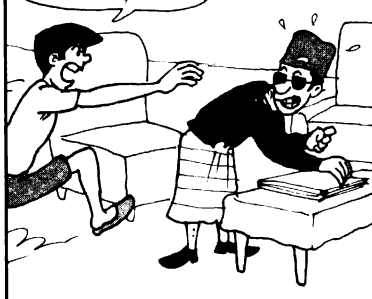


জানতাম শয়তান ছগির আমার পেপার ধরবে, তাই এখানে পুরানো পেপার তোর জন্য রেখে দিয়েছিলাম। শয়তান গাধা!



গ্রামের আত্মীয় সগির প্রতিদিন সকালে বেসিকের সাথে সংবাদপত্র পড়া নিয়ে প্রতিযোগিতা করে!

খবদদার, আমার আগে পেপার ধরবি না, শয়তান।



এখানে থেকে ভাগ! আমার আগে পেপার পড়ার চেষ্টা করলে তোর চোখ উঠিয়ে দেব!



শয়তান!



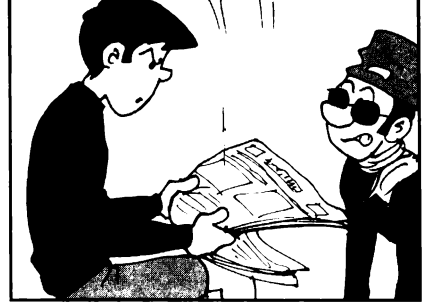
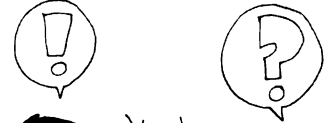
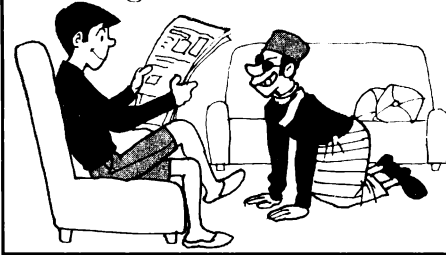
কেন যেন মনে হচ্ছে শয়তানটা ঠিকই পেপারটা পড়ছে!



পড়তাই!
পড়তাই!

গ্রামের আত্মীয় ছগির প্রতিদিন সকালে বেসিকের
আগে পেপার পড়তে চায়। বেসিক দেবে না!

শয়তান ছগিরটাকে আজ দেখছি না!
শান্তিমতো পড়তে পারব!



আয় তেকে পেপার খাওয়াই শয়তান!

মলি খালা!

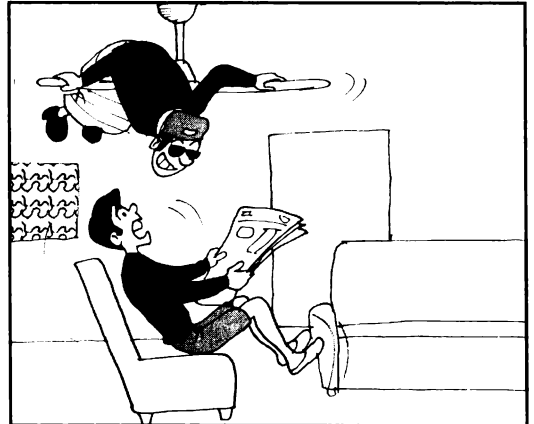


আত্মীয় ছগিরের জ্বালায় বেসিক প্রতিদিন
সকালে শান্তিমতো সবার আগে পত্রিকা
পড়তে পারে না।

শয়তটাকে
দেখছি না!

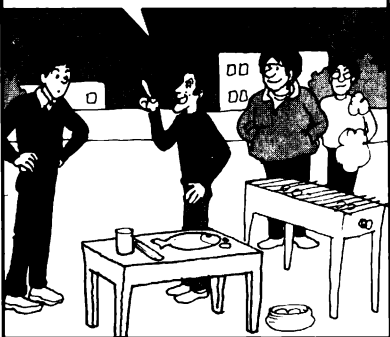


হু! আজ সফলভাবে সব
দিকেই ছগিরমুক্ত আছি।
এবার পেপারটা পড়ি..
এক মিনিট।





দোস্তুরা, আমার ছাদের পিকনিকে স্বাগতম।
আজ তোদের আমি "SMOKED" ইলিশ রান্না
করে খাওয়াব।



তুই রান্না পারিস তাও আবার
ধোয়া-ধোয়া স্বাদের SMOKED
ইলিশ?



এ কী? এটা
কি করিস!



প্রথমে ইলিশটাকে SMOKE করতে
দিচ্ছি!



তোর পকেটে ফোন, বেজেই
চলছে কিন্তু ধরছিস না কেন?



তুই কার ফোন তোর
পকেটে নিয়ে ঘুরছিস?



ওঃ রিংটোনটা নতুন লাগিয়েছি তো
বুঝতে পারিনি যে ওটা আমারই
ফোন!









আমাদের আমদানি করা ক্র্যানবেরি জুস বিক্রি বাড়ানোর দায়িত্ব তোমার। ওটা এখন মাসে মাত্র ১০০০ প্যাকেট বিক্রি হয়। এতে আমি বিরক্ত।



আগামী একমাসে ওটার বিক্রি ৫০০ প্যাকেট বাড়ালে না পারলে তোমার চাকরি থাকবে না। আর বাড়লে তোমার বেতনও বাড়বে।



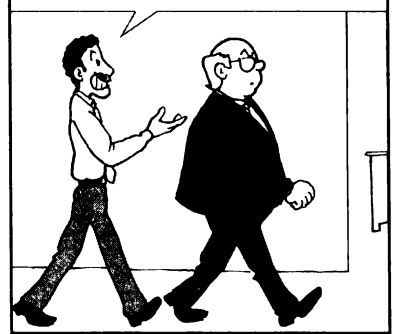
কোন
ব্যাপার
না!



আমাকে ৫০০ প্যাকেট ক্র্যানবেরি জুস দিন!



স্যার, এবার বেতন না বাড়ালে আমাকে অন্যরকম চিন্তা করতে হবে। আমার পেছনে কিন্তু ২-৩ টা কোম্পানি লেগে আছে!



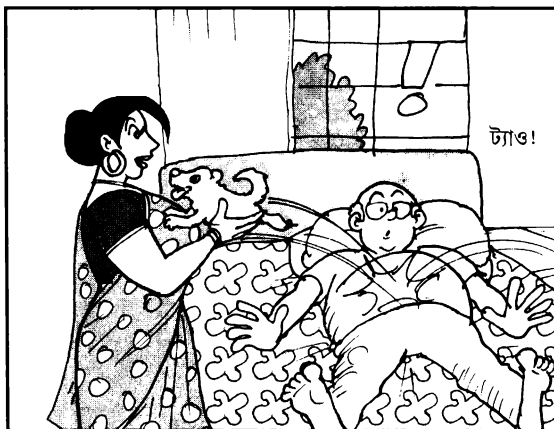
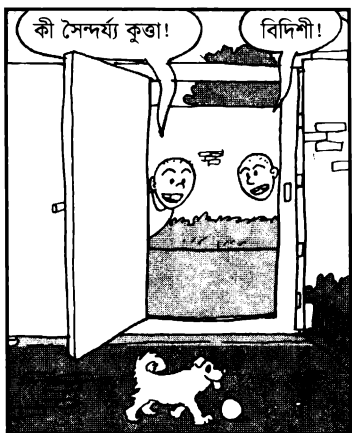
হা-হা, তোমার মতো অপদার্থকে কোনো কোম্পানি চাইতে পারে? চাপা মারার জায়গা পাও না?

ওঃ, আপনি বিশ্বাস
করছেন না?

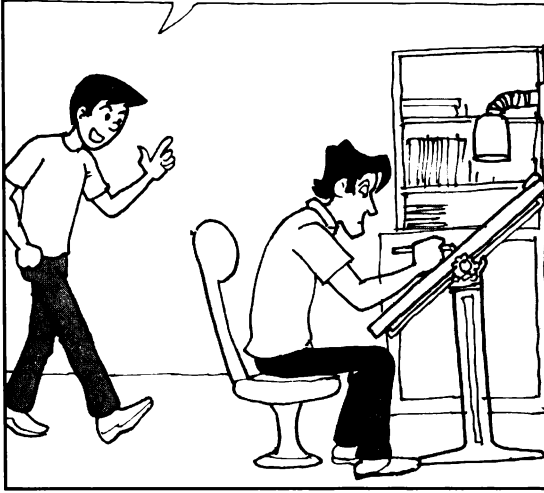


এই দেখেন-আমাকে ডেসকো, তিতাস আর ফোন কোম্পানি চিঠি দিয়েছে। এবার বিশ্বাস হয়?





সে কী হিলোল, হঠাৎ তুই আর্কিটেক্ট হয়ে গেলি না কি? এতো বেশ জটিল নকশা ঐকেছিস!



হ্যাঁ, আমি
তৃণাদের
বাড়ির
ডিজাইন
আঁকছি!

তোর ২ বছরের
সিনিয়র তৃণা?
যার জন্য তোর
একটু দুর্বলতা
আছে, সে তো
তোকে চায় না!



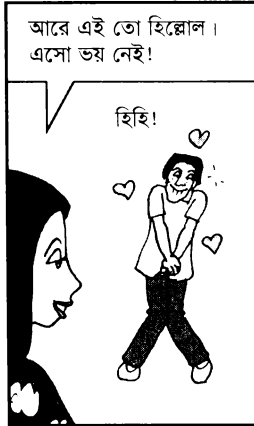
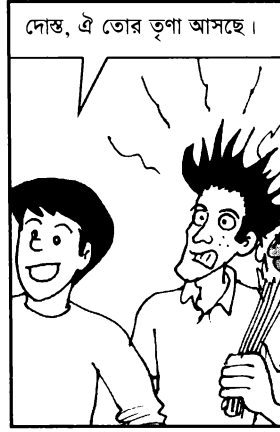
ঠিক করেছি তার
বাসায় গিয়ে প্রেমের
প্রস্তাব দেব!



তার সাথে এই
ডিজাইনের সম্পর্ক
কী?

প্রস্তাব দেয়ার পর কোন্ দিক দিয়ে
দৌড়ে পালালে বেশি সুবিধা হবে
সেটার নকশা করছি!





এই যে হিল্লোল, তুমি আমাকে ফুল পাঠিয়েছ কেন?

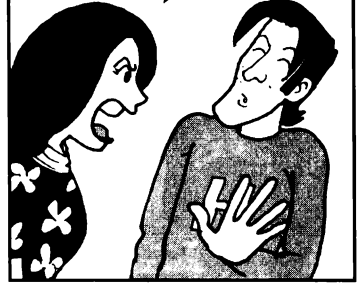
জী তৃণা আপু? অসুবিধা?



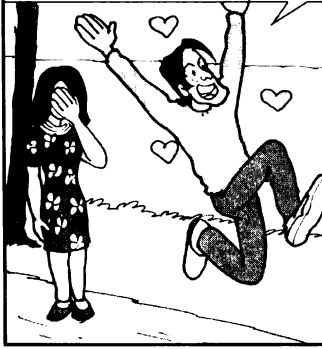
তুমি জানো আমি তোমার দু'বছরে বড়। তারপরও ইদানিং দেখছি আমার সাথে বেশ ছাগলামি কর!



আর ফুলই যখন পাঠিয়েছ তখন প্লাস্টিকের ফুল দিলে কেন? তোমার ছাগলামি দেখছি এখন ACUTE পর্যায়ে পৌঁছে গেছে!



ইয়াহ্! তৃণা আপু আমাকে একটা কিউট পর্যায়ে ছেলে বলেছে!



ডাক্তার সাহেব আমার বন্ধুর চোয়াল আটকে গেছে!

ওনাকে চেয়ারে বসান।



এক্ষুনি ঠিক করে দিছি।



অনেক ধন্যবাদ ডাক্তার সাহেব। আসি তাহলে?

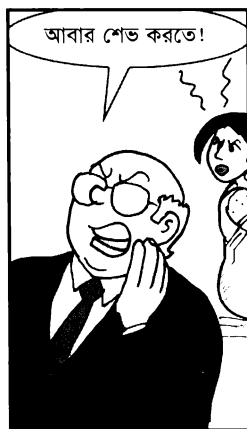


আবার?

অ্যাক!

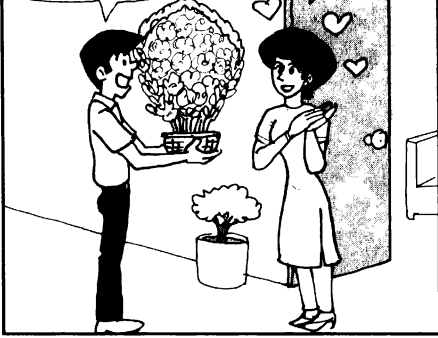
হিল্লোলের হাট থুব তৃণা।





হ্যাপি ভ্যালেন্টাইন'ডে
রিয়া। তোমাকে সবচেয়ে
বেশি ভালবাসি।

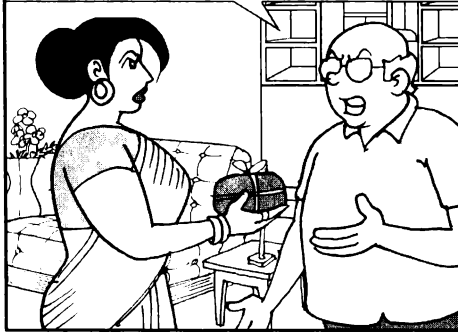
ও বেসিক, কী
রোমান্টিক তুমি!



আমি ভাবতাম তুমি প্রেমের ভাষা
জানো না। এসব দিন সব ভুলে
যাও। এবার প্রমাণ করলে যে না
তুমি আমার কথা ভাব!



বিশ্বাস করো মলি, তোমার ভ্যালেন্টাইন দিবসের
উপহারের সাথে এক তোড়া ফুল এনে টেবিলে
রেখেছিলাম তোমাকে দেব বলে। কে যেন মেরে দিয়েছে।



তোমার পোশাকটা তো
বেশ সুন্দর, রেবেকা!

ধন্যবাদ রিয়া আপু।
এটা নতুন!



হাঃ! এই সেলোয়ার কমিজ
রেবেকা এর আগে তিনবার
পরে অফিসে এসেছে। নতুন!

বলো কী! ও কী
পোশাক পরছে এর
হিসাব তুমি রাখো!



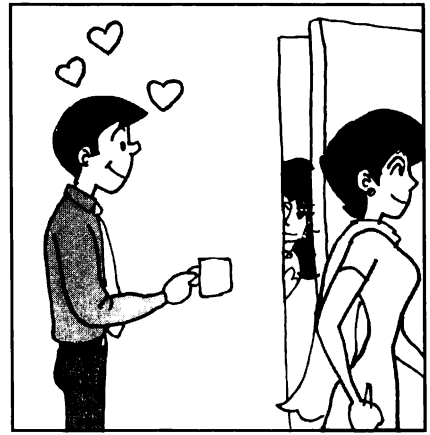
হিসাবের কী আছে! ও
যেসব পোশাক পরে
ছেলেদের আকর্ষণের
চেষ্টা করছে তা তো
তোমারও চোখে
পড়ার কথা।



আচ্ছা বলো তো, আমি এই শার্টটা
আগে কতবার পরেছি?

ওসব ফালতু খবর রাখি
না। তুমি কী পোশাক পরছ
এটা গুরুত্বপূর্ণ নয়!







আরে আপনি তো বিখ্যাত ফিল্ম
ডিরেক্টর লালু খান। আপনি তো যে
কাউকে স্টার বানিয়ে দিতে পারেন।

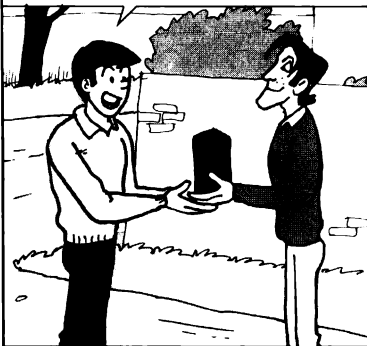


আপনাকেও আমি তারকা
বানিয়ে দিতে পারি!

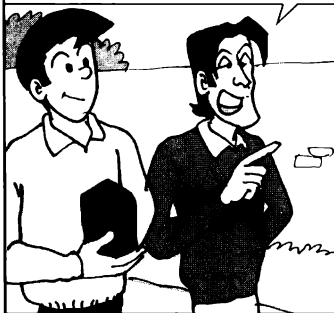




ধন্যবাদ দোস্ত । মাত্র তিনদিন চীনে ঘুরে এলে
কত কী কিনে এনেছিস । তো চীন কেমন?



চীন এখন বড়লোকদের দেশ ওখানে
একটা শ্রমিকের দুটো গাড়ি । সবার
হাতে টাকা । প্রতি বেলা সবাই দামি
দামি খাবার খায় ।



বিশ্বাস করবি না । আমি নিজের চোখে দেখেছি
যে, চীনের কাক আর কুকুরাও প্রতিদিন চাইনিজ
খাবার খাচ্ছে!



চীনে ভাষা একটা সমস্যা । আমি সারাক্ষণ
একজন বাঙালি দোভাষীকে নিয়ে মার্কেটে-
মার্কেটে ঘুরেছি!



প্রায়শই দোকানীদের জিনিষপত্রের
দাম জিজ্ঞেস করলে ওরা ক্যাচ
ক্যাচ করে কী যেন বলে ।
দোভাষীকে প্রশ্ন করলাম— ওরা
এত ক্যাচ ক্যাচ করে কী এত কথা
বলে?



দোভাষী বলল—ঐ দোকানীরা প্রশ্ন করছে আমি
এত ক্যাচ ক্যাচ করে কী জানতে চাইছি!
চেনীকরা বলে বাংলা নাকি ক্যাচ ক্যাচে!



এত রাতে কে ফোন করল?
নিশ্চয় আমার কোন রোগী?



ডঃ ইনাম? কী ঘুমের ঔষধ দিলেন?
এটাতে কোন কাজ হচ্ছে না। কোন
ঘুম আসছে না। কী করবেন?



কাজ হচ্ছে না? তাইলে
তালিব ভাই ফোনটা
কানের কাছে রেখে চোখ
বুঝে থাকুন। তারপর...



ঘুমপাড়ানির মাসি-পিসি
মোদের বাড়ি এসো... ৳



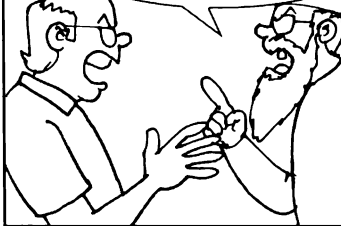
এই তালিবের বাবা,
আমার সাথে গলা
উঁচিয়ে কথা বলবে না।

চোপ বুড়ি।
আমাকে শাসাবে
না! খবদার!

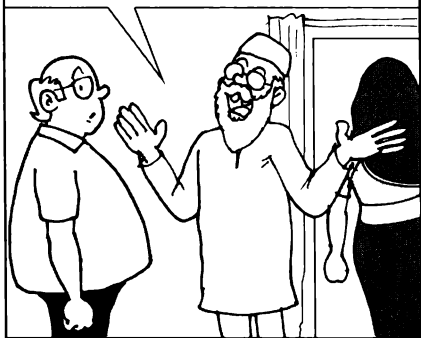


বাবা, আপনি কেন আপনার বন্ধু
শহীদ চাচার মতো আপনার ক্রীকে
ভালবাসতে পারেন না?

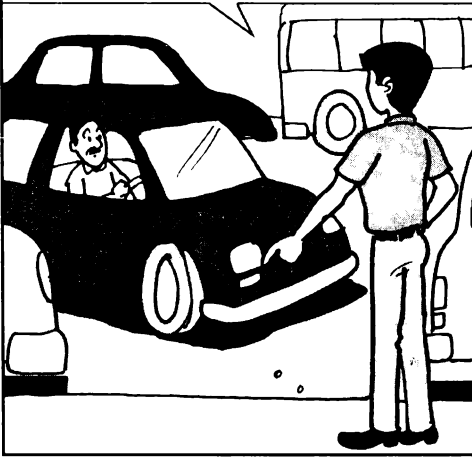
শহীদ তো যুবক বয়সে
তার বৌ'র সাথে প্রচণ্ড
বাগড়া করত। তখন আমি
তোর মাকে ভালবাসতাম!



এখন তার বৌ'র বয়স ৭২। তার এখন বৌ'র
প্রতি আকর্ষণ বছরে বছরে বাড়ছে কারণ সে তো
পেশায় প্রত্নতত্ত্ববিদ।



এই ছোট্ট জায়গায় গাড়িটি পার্ক করতে চান?
বেশ আমি সাহায্য করছি। প্রথমে এগিয়ে পুরোটা
কেটে ব্যাক করুন।

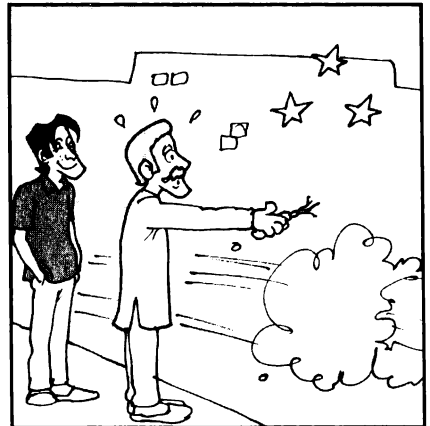


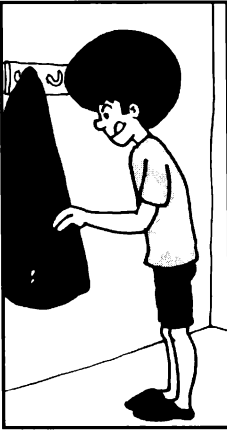
বাঃ! এই তো সুন্দর ঢুকে গেছে। কষ্ট
হলো আপনার। তো যাই ভাই!



আপনি স্বাগতম!







সকাল সাড়ে ১১টায় স্কুল ছুটি বলে
এত বেলায়ও যদি না উঠিস-দেব
তোর গায়ে পানি ঢেলে!



ম্যাডেস্ট, ছুটির সময়
আমার কোন বন্ধুই এত
তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে ওঠে
না। আমার একটা সমাজ
আছে। সে সমাজে...



সন্ধ্যায় তুই নাকি আজ সকাল
১১ টায় ঘুম থেকে
উঠেছিস? হিঃ!

বেলা ৩টার আগে
কেউ আমাকে ঘুম
থেকে ওঠানোর
সাহস পায় না।



আমি একটু বেলা করে ঘুম থেকে
উঠলে তোমার গা জ্বলে কেন? একটু
দেরি করে উঠলে কী ক্ষতি হয়?

কী ক্ষতি হয়?



আমার খালাতো ভাই ইদ্রিস!
দুপুর দুটা পর্যন্ত ঘুমায়। বয়স
৪২। পেশা বেকার। অথচ
তুখোড় ছাত্র ছিল।



বিপ্লবী ফুপাতো ভাই সাইদ।
ঘুম থেকে ওঠে ৩টায়। বয়স
৩৬, পেশা ধার করে জীবন
ধারন।



আমরা পৃথিবীর সময় মেনে চলি।
কিন্তু ওরা পৃথিবীকে ওদের সময়
মানিয়ে চালানোর চেষ্টা করে যাচ্ছে।

দুর্ধর্ষ গবেষণা।

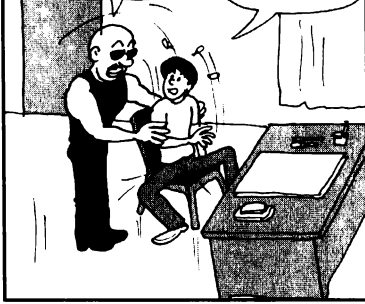




বেসিকের বিশিষ্ট রংবাজ বন্ধু আকরামের এক চ্যালা বেসিককে “তুইল্লা আনছে।

এইখানে বসেন!

কী ব্যাপার?



আকরাম ভাইরে পুলিশ অ্যারেস্ট করছে।
এহন উনার নামে পুস্তার ছাপামু। আপনে
একটু বানান বুনাগুলা ঠিকঠাক কইরা দেন।

আচ্ছা, এই
ব্যাপার? বেশ?



“আকরাম ভাইয়ের শর্তস্বাপেক্ষে মুক্তি চাই!”—
কথাডা কী ঠিক হইল?

অবশ্যই!

আকরাম ভাইয়ের
হুলিয়া
খাইতে হবে
গিলিয়া

আকরাম ভাইয়ের
শর্তস্বাপেক্ষে
মুক্তি চাই
আকরামের নামে
সত্য মামলা তুলে নাও।



বেসিক তার রংবাজ বন্ধু আকরামের মুক্তি
চেয়ে পোস্তার সম্পাদনা করেছে। এসব
পোস্তার দেখে সবাই হেসে খুন।

আকরাম ভাইয়ের
শর্তস্বাপেক্ষে
মুক্তি চাই।
আকরাম মুক্তি
পরিষদ।

আকরাম ভাইয়ের
হুলিয়া
খাইতে হবে গিলিয়া
আকরাম মুক্তি পরিষদ।



তবে পুলিশ তার দাবি মেনে
নিয়েছে।

আপনাকে ছেড়ে দিচ্ছি।
আপনার হুলিয়া গিলে খাচ্ছি!



বেসিক! তোরে
আমি খাইছি।



পুলিশ আমাকে এই শর্তে ছেড়েছে যে,
আমার সাথে সবসময় দুজন পুলিশ
নজরদারি রাখবে।

দ্যাখ কেমন ভিআইপি
বানিয়ে দিলাম তোকে!





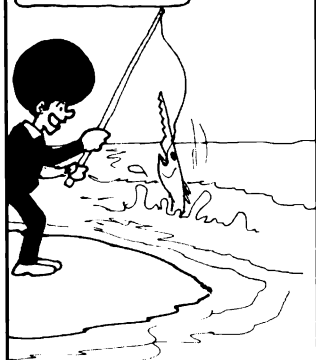
জাহাজডুবির পর জুডার
সাতারে একটা জনমানববিহীন
দ্বীপে উঠল। সেখানে সে
কিছু কাঠের তক্তা পেল যা
দিয়ে সে একটা ভেলা তৈরি
করবে বলে ঠিক করল।



কাঠ আছে কিন্তু সেগুলো জুডার
কীভাবে কাটবে?



জুডার মাছ শিকার
শুরু করলো।



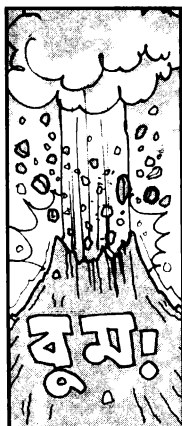
একটা কড়াত মাছ ধরে সেটা দিয়ে সে
নৌকার কাঠগুলো কাটতে শুরু করল।



ম্যাজিকের গল্প “জুডার”
ভিলেন বাইটা গোঙ্গা পৃথিবী
ধ্বংসের ষড়যন্ত্র করছে। জুডার
তাকে থামানোর চেষ্টা করছে।

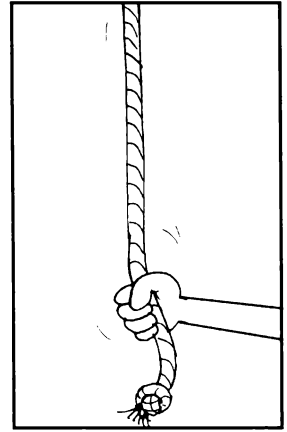


এই রিমোট সুইচ টেপার সাথে
সাথে ৪টা আটম বোমা ভিসুভিয়াস
আম্বেগগিরিতে ফাটবে। তুই থামাতে
পারবি না। হা হা! দিলাম টিপ!



শীঘ্রই উত্তর পেয়ে গেল জুডার: আম্বেগগিরিকে
বোমা মেরে পৃথিবীর রকেট ইঞ্জিনে পরিণত
করেছে গোঙ্গা। এই বিস্ফোরণের ঠেলায় পৃথিবী
তার কক্ষপথ ছেড়ে অজানায় ছুটছে। পৃথিবীটা
হয়ে গেছে গোঙ্গার মহাকাশ যান।





আজকের বাংগু ব্যাংক
সাংস্কৃতিক সন্ধ্যায় একক
নৃত্য পরিবেশন করবেন
মিস রেবেকা চৌধুরী।



বলি কোন্ বানর স্টেজের ওপর কলার খোসা ফেলে রেখেছিল?





ঠিক আছে দোস্ত। তোর বাসায়
আমি এক্ষুণি মোটরসাইকেলে
একটানে চলে আসছি!



এই হিল্লোইল্লা- আবার
হেলমেট ছাড়া মোটরসাইকেল
চালাচ্ছিস নাকি?



হেলমেট লাগবে না। বেসিকের
বাসায় যাচ্ছি বাবা!



এত ভারী ট্রাংকটা ছাদে ওঠাতে আমাকে
খাটাচ্ছিস, তোর না কত পিণ্ডন চাপরাশি?



এটা আমার দাদার আমলের
ট্রাংক। যাকে তাকে ধরতে
দেই না! এটা আমি সব সময়
নিজের হাতে যত্ন করি বলেই
তাকে খাটাচ্ছি!



কী এত যত্ন করতে এটা
ঘর থেকে ছাদে আনলি?



পলিশ করতে। কী করব ঘরে তো পলিশের
সরঞ্জামগুলো ছিল না। এগুলো সব ছাদে
রাখা হয় বলেই এত ঝামেলা করলাম।





এখন আমার কী হবে? এই দ্যাখো কত বড় একটা ব্রন উঠেছে গালে। আমি আজ হাসপাতালে যেতে পারব না।



বোকা মেয়ে, একালে এখন দু-চারটা ব্রন উঠবেই। এটা বুদ্ধিমানের মতো মেনে নিয়ে চলতে হবে। যা রেডি হ!



আরে! তোমার মাথায় পাকা চুল?



এ বয়সে দু-চারটা পাকা চুল থাকবেই। এটাকে মেনে নিয়ে চলতে হবে।



ফেয়ারনেস ফেসওয়াশ! আজই ব্যবহার করুন।



ছাপাস!

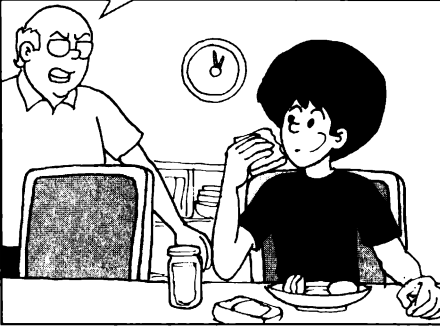


ঐ অ্যাডের মতো মুখ ধুতে গিয়ে সব কাপড় চোপড় ভিজ়ে গেল।





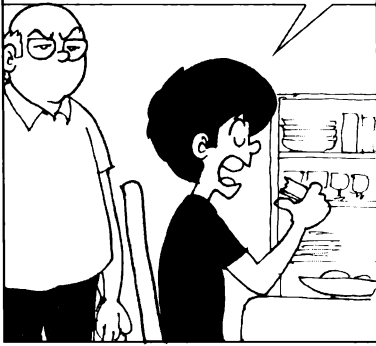
এর কোন মানে আছে? দুপুর ১২.৩০ টায় ঘুম থেকে ওঠা। ১টার সময় নাস্তা খাওয়া? এ সময় মানুষ দুপুরের খাবার খায়। তোর সমস্যা কী?



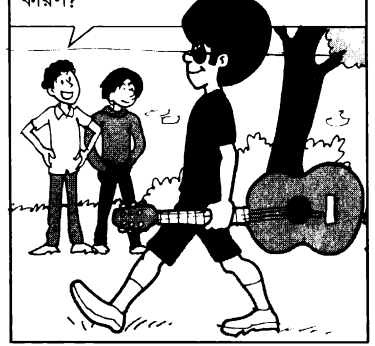
সমস্যা তো আমার না। সমস্যাটা তোমার! আমার?



ছুটির দিনে নাস্তার সময় যে মানুষ দুপুরের খাবার খায়, তার অবশ্যই সমস্যা আছে!



কী রে! এবার গিটার দিয়ে কী কেরামতি দেখাবি? নিজেকে কি জিমি হেন্ড্রিকস মনে করিস?



কাছাকাছি! জিমি হেন্ড্রিকস তো দাঁত দিয়ে গিটার বাজাতে পারত।



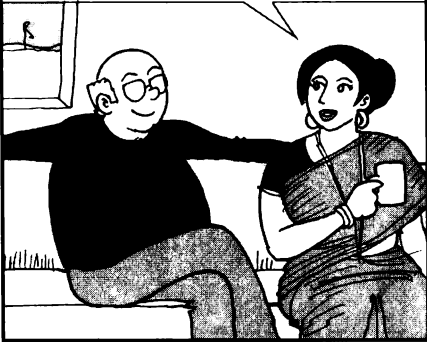
আমি আপাতত আমার দাদার ফেলে দেয়া আলগা দাঁত দিয়ে গিটার বাজাচ্ছি!



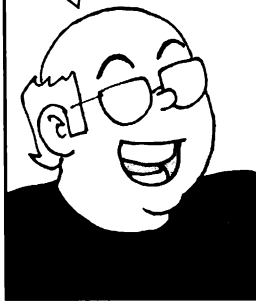




তুমি নিশ্চয় খেয়াল করেছ যে, আমি ইদানিং রাতে ভাত খাই না? আমি ঠিক করেছি এ বছর আমি ৫০ পাউন্ড ওজন কমিয়ে ফেলব!



আমি ঠিক করেছি এবার নির্বাচনে দাঁড়াব, জিতব এবং দেশের নেতৃত্ব দেব!

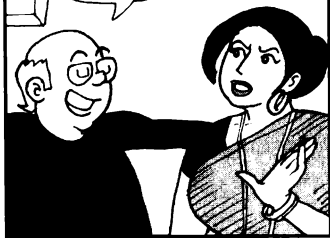


এধরনের অবাস্তব পরিকল্পনা করে লাভ কী? শক্তি আর সময় নষ্ট।

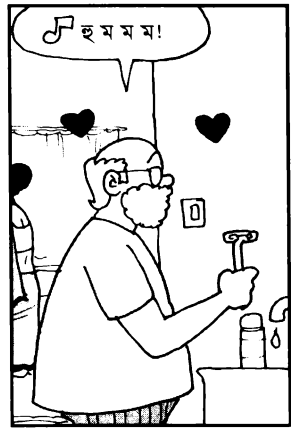


আচ্ছা ঠিক আছে— এবছর ২৫ পাউন্ড ওজন কমাব।

আমি নমিনেশন নেবার চেষ্টা করব যাতে নির্বাচন পর্যন্ত যেতে পারি।



হুম মম!



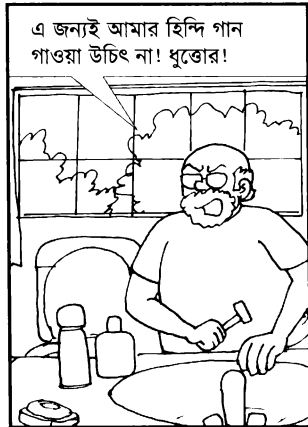
হাম বেওয়াফা হু!



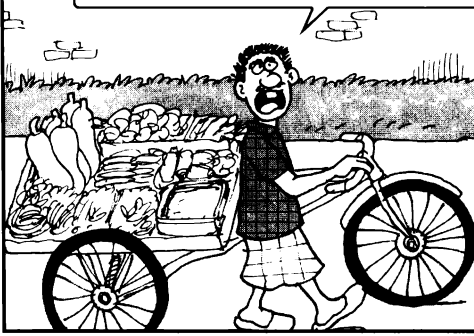
হাম = আমি
বেওয়াফা = বিশ্বাসঘাতক
হু = হই!



এ জন্যই আমার হিন্দি গান গাওয়া উচিত না! ধুত্তোর!



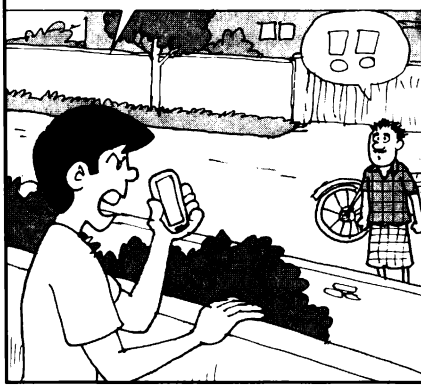
আই শাক আছে শাআআক! লাউশাক, কচুশাক, মূলা শাক,
লাল শাক, পুই শাক, করল্লা, চিচিংগা, ধইন্যাপাতা, কচু,
ঘেচু শাআআক!



এই শাকওয়ালা!



একটু আস্তে চেষ্টান। কথা শুনি না!



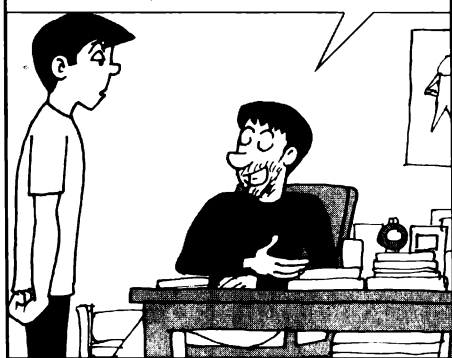
রাখী তোকে ছ্যাক দিয়েছে শুনে আমি
দৌড়ে এলাম, কিন্তু তোকে দেখে তো মনে
হচ্ছে না যে, তুই কষ্টে আছিস!



রাখী ছ্যাক দেয়ায় আমার অনেক
লাভ হয়েছে। তাকে দেয়া অনেক
দামি উপহার সে ফেরত দিয়েছে!



এর মধ্যে আমি তাকে দেইনি এমন বেশ কিছু দামি
দামি জিনিসও ভুলে সে দিয়ে দিয়েছে!



হ্যালো মোনালিসা, তুমি যদি আমার সাথে ডেটিংয়ে না যাও, আমি তোমার সব কথা তোমার বাবার কাছে ফাঁস করে দেব!



কী ফাঁস করব?
হাঃ হাঃ তুমি... যে
ম্যাজিকের সাথে
আইসক্রিমের
দোকানে ডেটিং কর
সে কথা, হাঃ হাঃ...



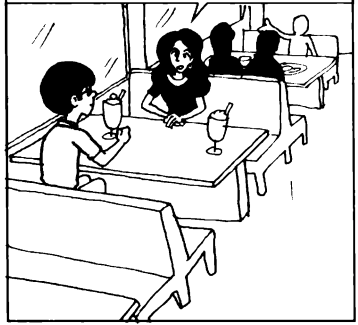
আর কী কথা মানে?
ম্যাজিকের সাথে ডেটিং
কর এটাই কি যথেষ্ট নয়?
না? মানে?



না! না! এ হতে পারে না! মিথ্যে কথা!
তুমি অবশ্যই ইতিমধ্যে তোমার বাবার
কাছে হাতেনাতে ধরা পড় নি! না!



গতকাল আমি বাবার কাছে ধরা পড়ে
গেছি। সে আমাদের দুজনকে আইসক্রিম
পার্লার থেকে এক সঙ্গে বের হতে দেখেছে।



বলো কী! তারপর উনি
কি তোমাকে বকা-ঝকা
দেন নি?



বাসায় আমাকে প্রশ্ন
করলেন-ছেলেটা কে? আমি
বললাম-ম্যাজিক আমার
ছেলে বন্ধু!



এত সহজে সত্য কথা বলেছি
দেখে বাবা ভাবলেন দুটামি উত্তর
দিচ্ছি। উনি বললেন, এভাবে
জুনিয়র ছেলেরদের নিয়ে ঘুরলে
লোকে ভুল বোঝাবুঝি করবে!

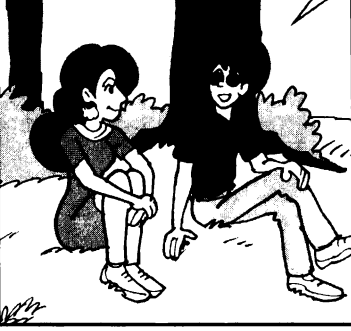








আমি একটা ব্যান্ড বানাচ্ছি। তুমি যদি ওতে ব্যাক ভোকালিস্ট হিসেবে যোগ দাও, আমরা প্রতিদিন দেখা করতে পারি।



বুদ্ধিটা খারাপ না। তো তোমার ব্যান্ড কী ধরনের গান করবে? ট্রান্স না ড্যান্স?



ট্রান্স? ড্যান্স? ওয়াক! আমি অনেক উচ্চমার্গের রক গাই। প্রোগ্রেসিভ রক! ইয়েস-জেনেসিস-পিংক ফ্লয়েড!

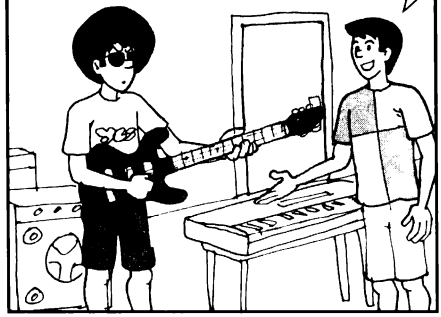


সরি। ওসব লম্বা লম্বা জটিল গান বাজানায় আমি নেই।

ব্যান্ড হবার আগেই ভেঙে গেল।



খামোখা ব্যান্ড করে পয়সা নষ্ট করছিস। এ দেশে মানুষ পয়সা দিয়ে গানের সিডি কেনে না। সবাই পাইরেনিস করে। তাই ভাল ব্যান্ডগুলো গুটিয়ে গেছে।



ভাইয়া, রক গান হচ্ছে প্রতিবাদের ভাষা। পয়সার জন্য রক গান করি না। আমি আমার প্রতিবাদী বক্তব্য দিয়ে একটা CONCEPT ALBUM বানাচ্ছি। এর নাম "চোর"।

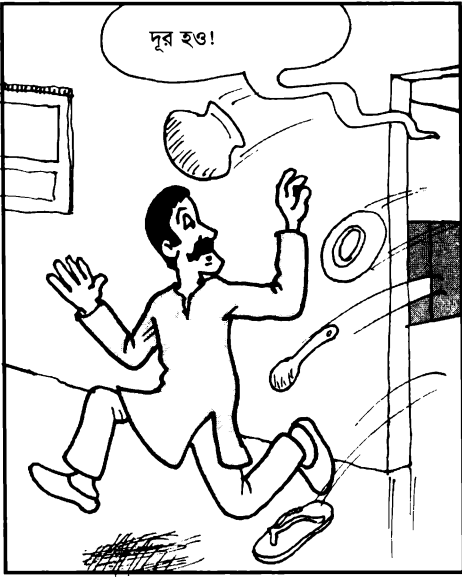
বাঃ, ভালই তো ভেবেছিস! চোর! এ সময়ে চোরদের নিয়ে প্রতিবাদ দরকার।



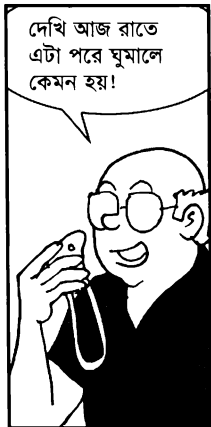
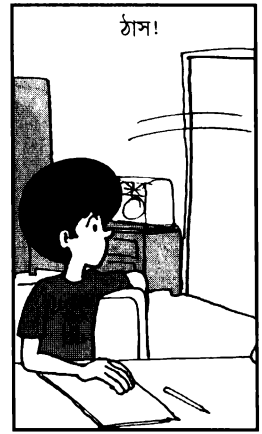
হ্যাঁ। অ্যালবামটা শ্রোতাদের বিরুদ্ধে এক কঠিন প্রতিবাদ। প্রথম গান চোঁটা শ্রোতা। দ্বিতীয়: গান শুনছিস, পয়সা দে। তৃতীয়: রক গানের হত্যাকারী ডাউনলোডার।





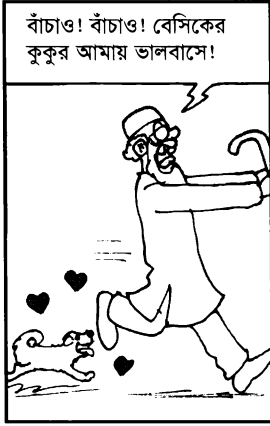












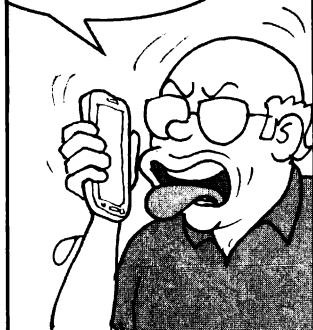
ডা. ইনাম, আমার বাবা ভারী একটা স্ট্রেকস ওঠাতে গিয়ে সেই যে বাঁকা হয়েছেন, সোজা হতে পারছেন না।



এরপর ওনাকে কোন ওষুধও খাওয়াতে পারছি না। ওনাকে কিছু বলতে গেলেই মুখ ভেংচে ওঠেন। অ্যা? উনি কী বলেন সেটা জানতে চান? বেশ!



উনি বলেন...
আউ আউ আউ
আউ আউ!



ব্যাপারটা যদিও ননসেন্স, কিন্তু এটা করতে বেশ ভালই লাগে।



হ্যারে সবুর, ইদানিং তো আমি সবই ভুলে যাই! বল তো আমি রেগে গেলে কী করতাম?



মুখে মুখে তরু। বলেছি সবুর, তুই সবুর। হ্যাঁহ!

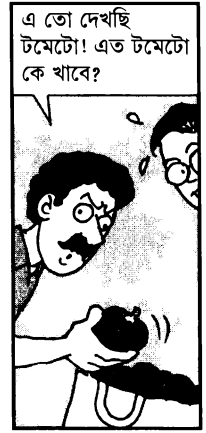


মনে পড়েছে!

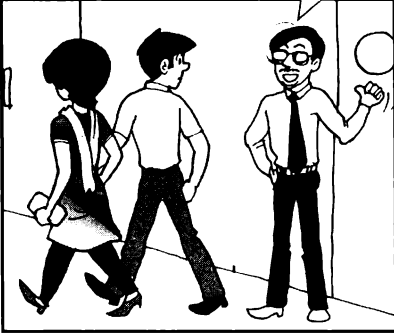


আউ আউ আই আউ
আউ আউ!



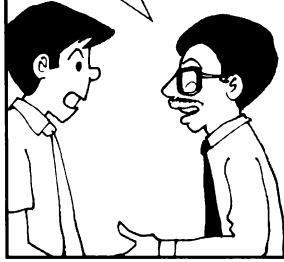


তোমরা আজও বাইরে খেতে যাচ্ছ?
ব্যাংকের ক্যাফেটেরিয়ায় তো ভাল খাবার
আছে!



ব্যাংকের ক্যাফেটেরিয়ায় সব
আখাদ্য, বিস্বাদ আইটেম!

কী বলছ! এখানকার
খাবার খুব স্বাস্থ্যকর।



এই খাবার খেয়ে
আমি কখনো
অসুস্থ হইনি!



এর কারণ, এই বিস্বাদ খাবারের
ভয়ে সব জীবাণুরা আপনাকে
এড়িয়ে চলে!

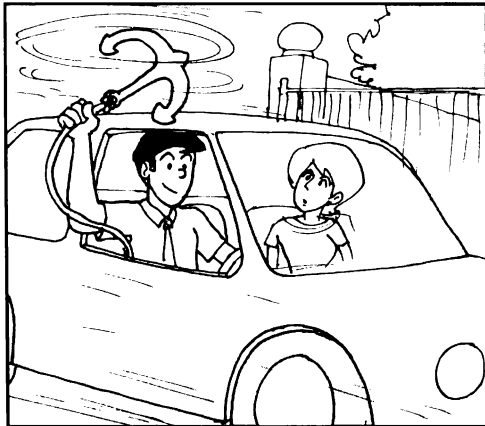
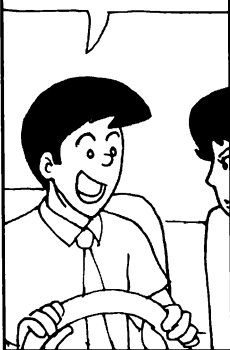


গাড়ির ব্রেকটা নষ্ট হয়ে গেছে। সময়ও পাচ্ছি না
যে, এটা গ্যারেজে নিয়ে মেরামত করব।



বলো কী, তাহলে
এখন চলছ কোন
ভরসায়?

চিন্তা নেই। বিকল্প
ব্যবস্থা আছে!



গত সপ্তাহে হিল্লোল তোর সম্পর্কে
একটি খাটি কথা বলেছে শাফকাত।



কী বলেছে?

তুই হচ্ছিস কু-যুক্তির রাজা।
উল্টাপাল্টা চাপা মেরে তুই তোর
মত প্রতিষ্ঠা করিস।



গত সপ্তাহে হিল্লোল এ
কথাটা বলেছে। কেমন
মিথ্যা কথা দ্যাখ!



আমি তো গত সপ্তাহে ঢাকায়ই
ছিলাম না। ও কী করে গত সপ্তাহে
এটা বলল?



কী হিল্লোল, তুই নাকি বলে বেড়াচ্ছিস যে,
আমি নাকি কুযুক্তির রাজা?



ঠিক!

আমার
কোনো কথাটা
কুযুক্তি?



যেমন মানুষের
এক অংশ বিবর্তিত
হয়ে বানর সৃষ্টি
হয়েছে। ব্যাপারটা
উল্টো।

উল্টো? কে দেখেছে সেটা
উল্টো? বানর থেকে
মানুষ হতে দেখেছে এমন
কড়িকে দেখেছিস?



ওটা যদি তোর কাছে সত্য মনে
হয় তাহলে মানুষ থেকে বানর
হওয়াটা অবাস্তব কেন? কেউ তো
সেটাও দেখেনি!



ক্যাপ্টেন ম্যাজিক বলছি। আমরা পৃথিবীতে বুদ্ধিমান প্রাণীর খোঁজে সুদূর ভেগা গ্রহ থেকে এসেছি।
লেফটেন্যান্ট মামুন?



এখানে কোন বুদ্ধিমান প্রাণী চোখে পড়েছে?



পৃথিবীর প্রথম বুদ্ধিমান প্রাণীটিকে দেখতে পাচ্ছি।



সেই বুদ্ধিমান প্রাণীটিকে একটা নারী বানর বসে বসে গুঁতাচ্ছে!



ক্যাপ্টেন ম্যাজিকস লগ : আমরা এক অনুসন্ধানী মিশনে পৃথিবীতে এসেছি সুদূর ভেগা থেকে।



পৃথিবীর বর্বর প্রাণীদের চোখ ফাঁকি দিয়ে এখন আমাদের পৃথিবীর বিভিন্ন উপাদান সংগ্রহ করতে হবে। এবং...



সেই উপাদানগুলো আমাদের কঠিনভাবে পরীক্ষা করতে হবে।



লেফটেন্যান্ট মামুন, জলদি বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা শুরু করো।



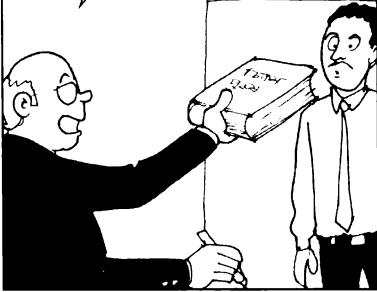
প্রমোশন চেয়ে তোমার দরখাস্তটা আমি দেখেছি। তোমার চাকরির মেয়াদ বিবেচনায় প্রমোশনটা এখন আমি স্থগিত রেখেছি!



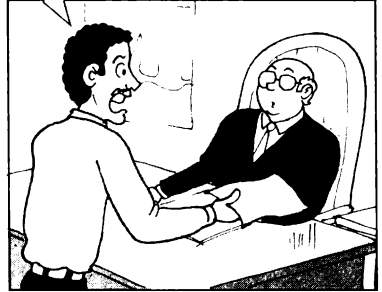
স্যার, আমি দশ বছরে মাত্র তিনটা প্রমোশন পেয়েছি। ১০ বছর স্যার! বিবেচনায় স্থগিত করলেন? বিবেচনা মানে?



এই যে ডিকশনারি। এতে বিবেচনা মানে কী দেখে নাও!



অনেক হয়েছে স্যার। ১০ বছর চাকরিজীবনে মাত্র ৩ বার প্রমোশন দিয়েছেন। এবার প্রমোশন দিলেন না বলে আমি পদত্যাগ করলাম। এই নিন পদত্যাগপত্র।



জানতাম আপনাকে প্রমোশনের প্রস্তাব দিলে বলবেন আমি খালি ভুল-ভাল কাজ করি। এজন্য আজ পদত্যাগের পত্র নিয়েই এসেছি। খোদা হাফেজ, স্যার!



দাঁড়াও
সোহেল!

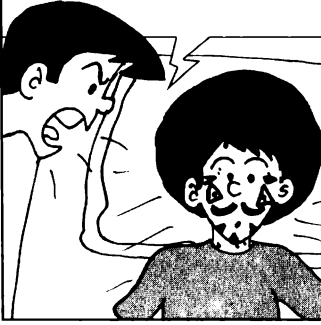


এটা তো কোন পদত্যাগপত্র নয়। এতে তুমি আমার কাছে বেতন বাড়ানোর আবেদন করেছ!





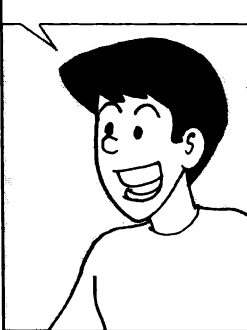
ম্যাজিক? এই ম্যাজিক? তুই কি
বেঁচে আছিস? এত আঁকছি কিন্তু
তুই উঠিস না কেন?



আমার ঘুমের মধ্যে মুখের ওপর এসব কী
এঁকেছ? অ্যা?

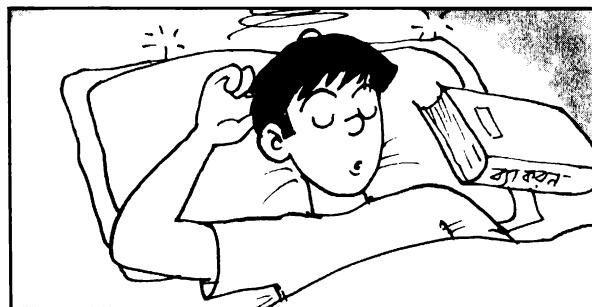


আরে ফেপছিস কেন?
আঁকাটা তো দুর্দান্ত হয়েছে।
যেন পিকাসোর মাস্টারপিস!



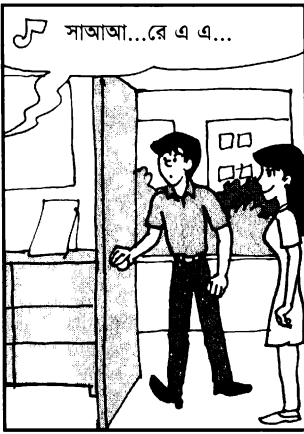
আরে আরে, মুখ ধুচ্ছিস কেন? আমি তো তোর মুখটা
বিক্রি করে বড়লোক হবার স্বপ্ন দেখছিলাম!



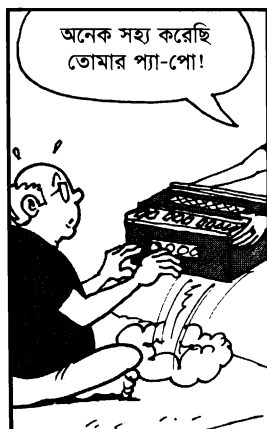
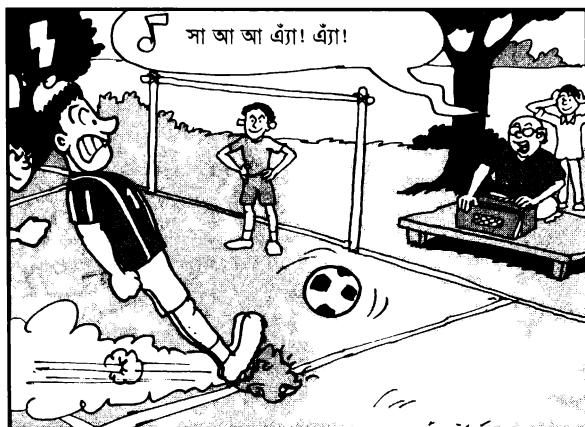






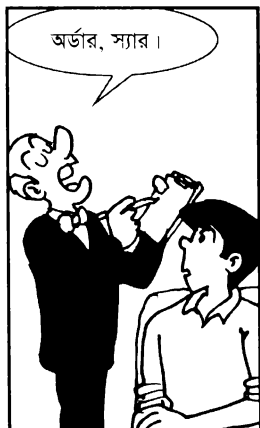






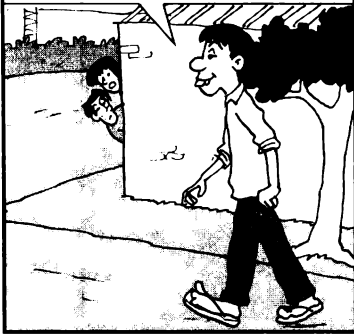








(আস্তে) ঐ যায় আঁঠালো চিকু। ও আমাদের দেখলে সারাদিন আঁঠার মতো লেগে থাকবে। ঘ্যান ঘ্যান করবে।



লুকিয়ে থাকা বন্ধুরা, সুখবর। আমি লটারিতে ১০ লাখ টাকা জিতেছি।



দোস্ত কী খাওয়াবি? কী লটারি জিতলি?



গতরাতে স্বপ্নে লটারিটা জিতেছি। চল সে গল্পটা বলি!

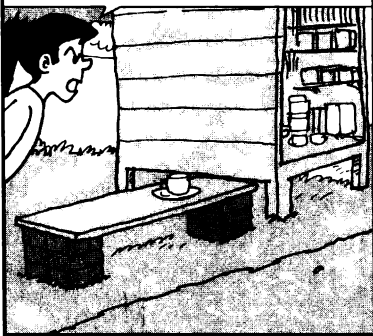


তুই জানিস কেন বন্ধুরা তোকে এড়িয়ে চলে?

ঐ দ্যাখ বেসিক কেমন হস্তদন্ত হয়ে এদিক আসছে। আসবেই তো। আজ মাসের শেষ দিন না?

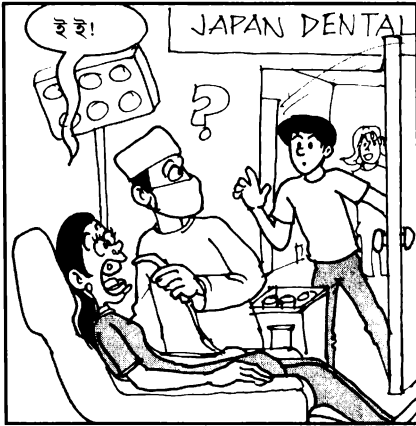
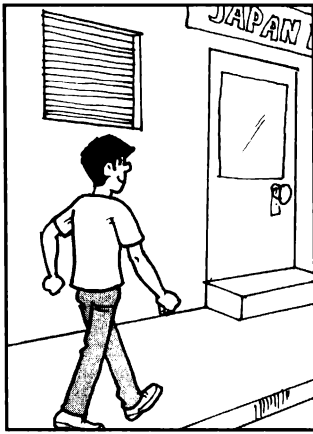


হিল্লোল! শাফকাত? মরিব? বেলু ভাই? আশ্চর্য! এই মাত্রই ওরা এখানে ছিল! গেল কোথায়!

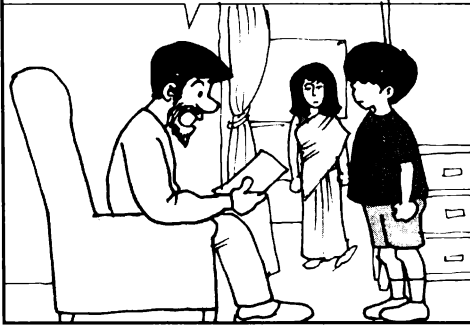


বদমাশের দল! আমি মোটেও কারো কাছ থেকে ধার চাইতে আজ আসি নি।





এটা কেমন রেজাল্ট হলো মামুন? ১০০ জন ছাত্রের মধ্যে ১০০ তম হয়েছ!! এত খারাপ রেজাল্ট আমি ভাবতেই পারছি না।

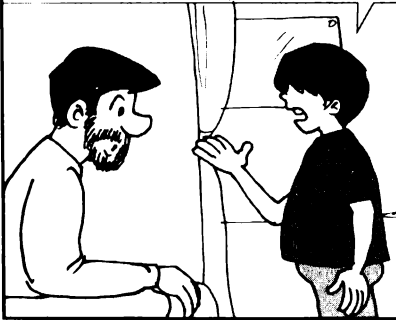


এর চেয়েও খারাপ হতে পারত বাবা!

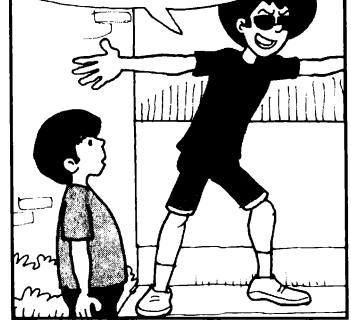
কী? তুমি ফেল করতে?



আমার ক্লাসে যদি ২০০ জন ছাত্র থাকত তাহলে আমি ২০০তম হলে কেমন লাগত?



গুলশান বনানী, আবার জিগায়!
রাজিব ভাই জোরে জোরে চুইংগাম চিবায়!



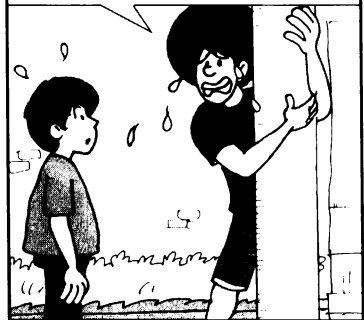
ওটা ছিল বাংলা সিনেমার প্রথম দিকে নায়ক নায়িকার গান



এবার দেখাই, নায়িকা মারা যাবার পর নায়ক সিনেমার শেষ দিকে কীভাবে গায়।



দুখী গলায়) গুলশান বনানী (ফুঁপিয়ে) আবার জিগায়। (ফুঁপিয়ে) রাজিব ভাই জোরে জোরে চুইংগাম...





আলী পরিবারের উদ্ভট উপাখ্যান

ইউনিভার্সিটির ডিগ্রিধারী বেসিক আলী। খাওয়া আর ঘুম- এই নিয়েই দিন কেটে যাচ্ছিল তার। বাবা বিশিষ্ট ব্যবসায়ী তালিব আলী কায়দা করে তাকে ব্যাংকের চাকরিতে ঢুকিয়ে দিলেন। অফিস কলিগ রিয়া হকের সঙ্গে গড়ে উঠল নতুন এক সম্পর্ক। বেসিকের ছোটবোন মেডিকেল কলেজের ছাত্রী নেচার আর ছোট ভাই স্কুল ছাত্র ম্যাজিক খবরটা তুলে দিল বাবা-মায়ের কানে। কিন্তু বেসিকের ঘুম কাতুরে স্বভাব অফিসে গিয়েও কাটে না। আত্মভোলা বন্ধু হিলোলার পেছনে লাগাও তার আরেকটা স্বভাব। বাড়িতে পরিবারের সঙ্গে উদ্ভট কার্যকলাপ আর বাইরে রিয়ার মজাদার সঙ্গ এই নিয়ে কেটে যায় বেসিকের দিনকাল।



পাঞ্জেরী পাবলিকেশন্স লি.

